গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd

অনলাইনে জুমে অনুষ্ঠিত শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক মাঠপর্যায়ে সতেচনকরণ কার্যক্রম নিয়ে অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী -১

সভাপতি: জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম, মহাপরিচালক (গ্রেড- ১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

তারিখ : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ জুম আইডি: 4016395771

সময় : বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় পাসকোড: dpeimd

সভাপতি ও মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় সভাপতি সকল অংশীজনকে নির্ধারিত সময়ে জুমে সংযোগ হওয়ায় ধন্যবাদ জানান। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক সচেতনমূলক সভায় অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালকবৃন্দ, বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/ পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ মোট ২১২ জন অংশগ্রহণ করেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর আওতায় মাঠপর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে অংশীজনকে অবহিত করেন। তিনি সুশাসন নিশ্চিতকরণে সকল অংশীজনকে স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। সভায় মহাপরিচালক সকল স্তরের অংশীজনের কাছ থেকে শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক মাঠপর্যায়ে গৃহীত সতেচনতামূলক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতিসমূহ অবহিত হন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।
সভায় আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপ:

ক্রমিক নম্বর	নাম, পদবী ও কমস্থল	শুনানির বিষয়বস্তু	গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত
১	জনাব মো: ইফতেখার হোসেন ভূইয়া, বিভাগীয় উপপরিচালক, ঢাকা	বিভাগীয় উপপরিচালক, ঢাকা সভায় জানান তিনি শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ মোতাবেক কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করছেন। এ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক তিনি নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবা সমূহ সহজ করতে ই-নথির মাধ্যমে চিঠিপত্র নিষ্পত্তি করছেন এবং ওয়েবসাইটে আপলোড এবং ই-মেইল এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিচ্ছেন। এছাড়া আর্থিক বিষয়গুলো (স্লিপ ফান্ড, ক্ষুদ্র মেরামত, উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনতে মনিটরিং টিম গঠন করেছেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ০৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখের মধ্যে অধিদপ্তরে প্রেরণ এবং স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। দাপ্তরিক চিঠিপত্র ই-নথিতে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে। মাঠপর্যায়ে আর্থিক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোর মনিটরিং জোরদার করতে হবে। বাস্তবায়ন: বিভাগীয় উপপরিচালক (সকল)
২	জনাব মো: শফিউল হক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা-২০২০-২০২১ মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি আবেদন ই-নথিতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। আবেদনপত্রগুলো সিটিজেন চার্টারের আলোকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাস্তবায়ন ও সেবা গ্রহীতাকে অবহিত করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে গঠিত মনিটরিং	জেলা পর্যায়ের আওতাধীন সকল দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবায়নে: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)

		কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম প্রতিনিয়ত মনিটর করা হচ্ছে।	
৩	জনাব মো: শাহাজাহান সিদ্দিকী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রংপুর	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রংপুর জানান যে, তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি তাঁর জেলায় উন্নয়নমূলক কাজ পর্যালোচনা করার জন্য কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করেছেন। কোন উপজেলায় এ সংশ্লিষ্ট কোন জটিলতা/ অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে তা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।	বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হলে তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবায়ন: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।
৪	জনাব রওশন আক্তার জাহান, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, চট্টগ্রাম	পিটিআই এ অবস্থানরত প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে নিয়ে প্রতি মাসে একবার করে সভা করেন। অনেক প্রশিক্ষণার্থী উর্দ্ধতন কর্মকর্তা/ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে অনিহা প্রকাশ করেন। এ জন্য তিনি সরাসরি তাদেরকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে সমস্যা/ অভিযোগসমূহ জানার চেষ্টা করেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া পিটিআই ভবন পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছেন।	পিটিআই ভবন, ক্যাম্পাস, হোস্টেল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত রাখতে হবে। পশিক্ষণার্থী ও শিক্ষকদের সমস্যাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। বাস্তবায়ন: পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট (সকল)।
৫	ফাহিয়া ,শিক্ষার্থী, ৫ম শ্রেণী, নলছিটি বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝালকাঠি	শিক্ষার্থী তাঁর বক্তব্যে জানায় যে, আমরা স্কুলে যেতে পারায় খুব খুশি হয়েছি। আমাদের শিক্ষকগণ পড়ালেখার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন। হাত-ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার মাস্ক পরিধান, রুমগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও বাড়ির কাজ নিয়মিত করছি। মহাপরিচালক, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসতে এবং লেখাপড়ার কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না তা জানতে চাইলে শিক্ষার্থী জানায় তাদের কোনো ধরণের সমস্যা হচ্ছে না।	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি মানার পাশাপাশি নিয়মিত স্কুলে আসা এবং বাড়ির কাজ ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস সমাপ্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন।
৬	আফিসা জিয়া, শিক্ষার্থী, ৫ম শ্রেণী, তেরখাদা, খুলনা	স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিদিন ৪৫ মিনিট করে ৩টি ক্লাস নেয়া হচ্ছে। স্কুল বন্ধ থাকা অবস্থায় গুগলমিটে ক্লাস ও বাড়ির কাজ করেছি। আমাদের ৫ম শ্রেণিতে তিনটা শাখায় ক্লাস নেয়া হচ্ছে। যে সব শিক্ষার্থী পড়ালেখায় দুর্বল তাদের সাহায্য করি। মহাপরিচালক শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা অব্যহত রাখা এবং সকলেই যেন জিপিএ ভাল করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করেন।	পড়ালেখায় দুর্বল ও পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। বাস্তবায়ন: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।
৭	হাবিবা, শিক্ষার্থী, ৫ম শ্রেণী, রোল নং-৭, মিঠাপুকুর, রংপুর	তাঁর বিদ্যালয়ে ৩৪ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। জেড প্যার্টানে বসতে পারছি, সকল ছাত্র-ছাত্রীর তাপমাত্রা মাপা হয়। শিক্ষার্থী তার বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা নিতে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, বিদ্যালয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক বিধি মোতাবেক প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রংপুরকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিদ্যালয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক বিধি মোতাবেক প্রস্তাব প্রেরণ করবেন। বাস্তবায়ন: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রংপুর।
৮	জনাব লিটন রায়, অভিভাবক (শ্বাশত রায়-প্রাক-প্রাথমিক) মাধবপুর , হবিগঞ্জ।।	শিক্ষকরা প্রতি সপ্তাহে আমার বাড়িতে এসে ওয়ার্কসীট বিতরণ করেন এবং সংগ্রহ করে নিয়ে যান। এছাড়া শিশুদের মোবাইল এর মাধ্যমে খোঁজ-খবর নেন মর্মে অভিভাবক প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালকের	শিশুদের নিয়মিত উপস্থিতি বৃদ্ধি করতে শিক্ষকদের হোম ভিজিট ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

		প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি জানান যে, তাঁর বিদ্যালয়ে ৪৯৯জন শিক্ষার্থী ও ০৯ জন শিক্ষক আছে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে মাঝে মাঝে শিশুদের পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটে। তিনি মহাপরিচালক মহোদয়কে তাঁর বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক পদায়নের জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে মহাপরিচালক জানান যে, সারাদেশে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট রয়েছে। আমরা ৩২ হাজার শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষক ও ছাত্র অনুপাত ১: ৩০ এ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তিনি নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে শিক্ষক সংকট নিরসন হবে মর্মে অবহিত করেন।	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। বাস্তবায়ন: শিক্ষক/ শিক্ষিকা (সকল)।
৯	জনাব অনুজ কুমার বিশ্বাস- সভাপতি, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি ,সু-শাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিতলমারী, বাগেরহাট।	সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন ১৭ মাস স্কুল বন্ধ থাকলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ফোনে এবং জুমের মাধ্যমে যোগাযোগ করে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়াসহ অন্যান্য বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সবাই মিলে আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছি। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিদ্যলয় পরিচালনায় কোনো ধরণের সমস্যা আছে কি না এবং অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন কাজের জন্য (স্লিপ ও রুটিন মেরামত, আনুষাঙ্গিক ইত্যাদি) প্রদেয় বরাদ্দ সঠিক নিয়মে ব্যয় করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে জানতে চান। এ বিষয়ে সভাপতি জানান তিনি অন্যান্য সদস্য ও শিক্ষকগণের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সভাপতি তাঁর বিদ্যালয়টি মেইন রোড সংলগ্ন হওয়ায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণের অনুরোধ জানান।	বিদ্যালয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক বিধি মোতাবেক সীমানা প্রাচীরের প্রস্তাব প্রেরণ করবেন। বাস্তবায়ন: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট।
১০	জনাব আবু মো: নাজমুর রহমান, সহকারী শিক্ষক, গোবিন্দপুর, এরশাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।।	শিক্ষক তাঁর বক্তব্যে জানান, শিক্ষার্থীদের শুদ্ধাচার চর্চায় তাঁর বিদ্যালয়ে সততার দোকানের কার্যক্রম রয়েছে। তিনি প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি নীতি বাক্য পাঠ অনুশীলন করাচ্ছেন।এ বিষয়ে মহাপরিচালক, শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন যে, শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের সামনে নিজেদেরকে একজন আদর্শবান শিক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে যেন প্রতিটি শিক্ষার্থী তাঁর শিক্ষককে অনুসরণ করে একজন আদর্শবান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।	প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উত্তমচর্চা(BestPractice) সমূহের অনুশীলন অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়ন: প্রধান শিক্ষক (সকল)

পরিচালক (প্রশাসন) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সভায় সংযুক্ত বিভাগীয় উপপরিচালকগণকে স্ব- স্ব বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশীজনকে সাথে নিয়ে কাজ করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, আমরা যদি আমাদের সকল স্তরে উত্তম চর্চা সমূহের অনুশীলন করতে পারি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাল গুণগুলো জাগিয়ে দিতে পারি তা হলে তারা ভবিষ্যতে ভাল মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারবে। খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা এখনো আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি। আমাদের শিশুদের মাঝে এ শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে হবে। ২০৪১ এর উন্নত বাংলাদেশ বি নির্মাণে শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে আত্নমর্যাদাশীল জাতি গঠনে সকলকে কাজ যেতে আহ্বান জানান।

সকলকে আলোচনায় সক্রিয় অংশ নেয়ার জন্য মহাপরিচালক সকলকে ধন্যবাদ জানান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর ৭৫তম শুভ জন্মদিনে তিনি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় তাঁর ভূমিকার ভূয়শী প্রসংসা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই আমরা আজ ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি যার ফলশ্রুতিতে আমরা

জুমে প্রত্যন্ত এলাকার অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও অংশীজনের সাথে সভা করতে পারছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে হলে আমাদের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে। উন্নত বাংলাদেশ গড়তে শিশুদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের অফিসের কাজগুলো ই-ফাইলে নিষ্পত্তি করা হবে যাতে সেবা গ্রহীতাকে সেবা দিতে বিলম্ব না হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষকদের পাওনাদি উপজেলা শিক্ষা অফিস/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে দীর্ঘ সময় ধরে পড়ে থাকে এটি কোন ভাবেই কাম্য নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে সুকুমারবৃত্তি জাগাতে সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। একজন আদর্শ শিক্ষকের যে গুনাবলী তা শিক্ষকদের মধ্যে থাকতে হবে। নিজের অফিসসহ অধিনস্থ সকল অফিসে ও স্বচ্ছতা ও উত্তম চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। জনগণের দোর গোড়ায় সরকারি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা, সেবার মান বৃদ্ধি করা, এবং সেবাকে অধিকতর জনবান্ধব করতে সকল ক্ষেত্রে উত্তম চর্চা ও নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটাতে তিনি কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন: ০২-৫৫০৭৪৭৭৭
ফ্যাক্স: ৫৫০৭৪৯০৪
মেইল নং-dgprimarybd@gmail.com

স্মারক নং- ৩৮.০১.০০০০.১০৭.০৫.০৩.২১ (পার্ট-২)- ২৯৬

তারিখ: ১৮ আশ্বিন, ১৪২৮ / ০৩ অক্টোবর, ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। পরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। বিভাগীয় উপপরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা,ঢাকা/ রাজশাহী /খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ চট্রগ্রাম/ময়মনসিংহ বিভাগ।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এ্যানালিস্ট (আইএমডি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটের শুদ্ধাচার বক্সে আপলোড করার জন্য)।
৫। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত মহাপরিচালক/ অতিরিক্ত মহাপরিচালক পিডিইপি-৪ এর ব্যক্তিগত সহকারী, (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।
৭। অফিস কপি।

মীর্জা মো: হাসান খসরু
উপপরিচালক (সংস্থাপন)